যুগান্তর

তারিখ 12 APR
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চট্টগ্রাম ইসলামিয়া কলেজ

চাকরির বয়সসীমা শেষ তবুও তিনি অধ্যক্ষ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল কবিরের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। কলেজে তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের শেষ নেই। অধ্যক্ষ পদ আঁকড়ে ধরে কলেজের ফান্ডের টাকা তছরুপ ও আত্মসাৎ করছেন বলে অভিযোগ আছে। চাকরির বয়সসীমা ৬৬ বছর হওয়ার পরও তিনি কীভাবে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তা রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এই বিষয়টিকে আইনের সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘন বলেও অভিযোগ করেছেন কলেজের একাধিক শিক্ষক।

তহবিলের অর্থ তছরুপের অভিযোগ

চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত ইসলামিয়া কলেজে বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শিক্ষার্থী আছে। শিক্ষক আছেন ৮৫ জন। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। একাধিক শিক্ষক জানান, বিধি অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজে শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ৬০ বছর। কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করলে বা অতি জরুরি হিসেবে চুক্তিভিত্তিক হিসেবে আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকরিতে কর্মরত থাকা যায়। এরপর আর কোনো অবস্থাতেই ওই শিক্ষককে পুনর্নিয়োগ দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু চট্টগ্রামের ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে এ বিধি মানা হয়নি। ৬৬ বছর বয়সেও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন রেজাউল কবির। কলেজটির অধ্যক্ষ রেজাউল কবিরের চাকরিবিধি ভঙ্গসহ তার নানা অনিয়ম তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

চাকরির বয়সসীমা শেষ তবুও তিনি অধ্যক্ষ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছেন কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি পক্ষ। এতে সই করেন ৩৩ জন। তারা চিঠিতে এসব ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কলেজ সূত্র জানায়, ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে ইসলামিয়া কলেজে যোগ দেন রেজাউল কবির। ২০১১ সালের ১ জুন ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। এরপর থেকে তিনি চুক্তিভিত্তিক মেয়াদে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সর্বশেষ ২০১৭ সালের জুনে তার ৬৬ বছর পূর্ণ হয়। কলেজের পরিচালনা পর্ষদ ৬৫ বছর পর্যন্ত তাকে পুনর্নিয়োগ দিতে পারে। এ ছাড়া একজন অধ্যক্ষের পুনর্নিয়োগ পরিচালনা পরিষদের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট থেকে অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু রেজাউল কবির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের অনুমোদন নেননি। অনুমোদন ছাড়াই তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অভিযোগ আছে, ইসলামিয়া কলেজের কেনা কিছু জায়গা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কল্পলোক আবাসিক এলাকার জন্য অধিগ্রহণ করে। কিন্তু ওই টাকা একজন ভূমিদস্যুর সঙ্গে যোগসাজশ করে তুলে নেন অধ্যক্ষ রেজাউল কবির। পরে ওই টাকার জন্য একটি লোক দেখানো মামলা দায়ের করা হয়। আবার মামলা চালানোর অজুহাতে কলেজ ফান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেন অধ্যক্ষ। বয়স না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো নথিতে স্বাক্ষর করেন না। কোনো জটিলতা দেখা দিলে দিনের পর দিন তিনি কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। ২০১৩ সালের পর থেকে কলেজের হাজিরা খাতায়ও স্বাক্ষর করেন না। কলেজের সর্বোচ্চ পদে এ ধরনের একজন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন নিয়ে কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সূত্র জানায়, কলেজের অন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের পদোন্নতি, শূন্যপদে নিয়োগ, নতুন পে-স্কেল চালু কিংবা বেতন বাড়ানো থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে অধ্যক্ষকেই পাঠাতে হয়। কিন্তু তিনি তা পাঠান না। কলেজের নথি ঘেঁটে জানা যায়, রেজাউল কবির ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কলেজ থেকে অবসরে যান। এর আগে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে ইসলামিয়া কলেজে টানা ২২ বছর চাকরি করেন। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি কলেজ থেকে ভবিষ্য তহবিলসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হিসেবে দুটি চেকের মাধ্যমে ১৫ লাখ ৯৯০ টাকা ৭০ পয়সা তুলে নেন। অভিযোগ রয়েছে, এর আগে তিনি আলাওল কলেজ, চকরিয়া কলেজ ও ছালেহ নুর কলেজে ১৪ বছর চাকরি করেন। কিন্তু সেই চাকরির মেয়াদকালও ইসলামিয়া কলেজে দেখিয়ে এই কলেজ ফান্ড থেকে ভবিষ্য তহবিল হাতিয়ে নেন। পরে এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর ১ লাখ ৫ হাজার ৬২৮ টাকা জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত দেন। এ অধ্যক্ষ রেজাউল কবির যুগান্তরকে বলেন, 'কলেজ গভর্নিংবডি আমাকে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলেছে, তাই করছি। কলেজ গভর্নিংবডি চাইলে ৫ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য দায়িত্ব দিতে পারে। যারা আমার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আনছেন সেসব অভিযোগ সত্য নয়। সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে কিছু শিক্ষক আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ দিচ্ছে।'